কুষ্টিয়ায় ভেজাল গুড়ের কারখানায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান ও জরিমানা

আখের গুড়ের সাথে চিনি, আটা, হাইড্রোজ, ফিটকারি, সোডা, চুন, ডালডাসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রাতের আঁধারে তৈরি হচ্ছে নকল আখের গুড়।

গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় এমনিই দুইটি কারখানায় অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে (২১ সেপ্টেম্বর) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার খোকসায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া কার্যালয় সুত্রে জানা যায়, খোকসা উপজেলা সদরের ডাকবাংলো মোড়ে দিলীপ ট্রেডার্স ও কালিবাড়ি রোডস্থ মাতৃ ভান্ডার নামের ভেজাল আখের গুড় তৈরির কারখানায় অভিযান চালানো হয়। নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসাবে ভোক্তাদের প্রতারক,খাদ্যের ভেজাল মিশ্রিত ও জেনে-বুঝে মানুষের জীবননাশে ভেজাল খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণের অপরাধে নিত্যগোপাল এর দোজালিতে অভিযানে দেড় লাখ টাকা ও দীলিপ ট্রেডাস কে ১ লাখ টাকা মোট আড়াই লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি বেশকিছু মালামাল ধংস করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় খেজুর গুড় তৈরিতে সুনাম রয়েছে। এই গুড় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। আর এই সুনামকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল গুড় তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করছে।

তিনি আরও জানান, এই নকল গুড়ে এমন সব রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানবদেহের জন্য মারাত্মাক ক্ষতিকর। এই গুড় খেলে দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাসহ তৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়

মৃত্যুও হতে পারে। আর এই নকল গুড় তৈরিতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। কারখানা গুলো একেবারে বন্ধ করতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হবে বলেও জানান তিনি।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা সেনেটারী ইন্সপেক্টর সুলতানা রেবেকা ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষ’র নমুনা সংগ্রহকারী শান্তনা পারভীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বেকারী ও ফার্মেসীতে ভোক্তা অধিকারের অভিযান ও জরিমানা

গাংনী উপজেলার বামন্দীতে মেসার্স ফাইভ স্টার ফার্মেসী ও মেসার্স এফ রহমান নামের একটি বেকারী কারখানায় অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা করে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ এবং পণ্যের গায়ের উৎপাদন মেয়াদ না লেখার অভিযোগে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭. ৪৩ ধারায় বেকারীর মালিক প্রদীপ কুমার শাহাকে ১০ হাজার টাকা ও বিক্রয় নিশিদ্ধ ওষধের স্যাম্পল বিক্রি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ থাকার অপরাধে একই আইনের ৩৭.৫১ ধারায় ফআভি স্টার ফার্মেসীর মালিক শরিফুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই দুটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন। এসময় তাদের স্বাস্থ্য বিধি ও আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা করার নির্দেশ দেন।

এসময় বিসিআইসি অনুমোদিত কয়েকটি সার ডিলার ও খুচরা ব্যবসায়ীর

দোকানেও অভিযান চালান এ টিমটি।

এসময় কৃষি বিপনন জেলা কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম ও জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো: তাজিমুল হকসহ পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অধিক মূল্যে চাল বিক্রি করায় একটি পাইকারি আড়তে এবং যথাযথভাবে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় দু’টি অটোরাইচ মিলে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় জীবননগর উপজেলার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে ওই তিন প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর পৌর শহরের মেসার্স একতা ট্রেডার্স নামক চালের পাইকারি আড়তে অভিযান চালানো হয়। এ সময় চালের ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ না করা এবং অতিরিক্ত মূল্যে চাল বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুযায়ী ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরদিকে মেসার্স দেশ বাংলা অটোরাইচ মিলে পুর্বে সতর্ক করা সত্ত্বেও প্লাস্টিকের বস্তায় ভারতীয় ব্র্যান্ড নকল করে চাল বাজারজাত করণ এবং যথাযথভাবে মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া একই অপরাধে মেসার্স সততা অটোরাইচ মিলকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জীবননগর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. আনিসুর রহমান এবং জীবননগর থানা পুলিশের একটি দল।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় দুই ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়া ও মেয়াদউত্তীর্ণ বালাইনাশক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাকে সাজিয়ে রাখার অপরাধে একজনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের।

বুধবার বেলা ১১টায় সদর উপজেলার মধুপুর বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে মধুপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। মধুপুর বাজারে মেসার্স হেলাল এন্টারপ্রাইজে গিয়ে দেখা যায়পূর্বে ইউরিয়া সার কিনে মজুদ করে রেখে বর্তমানে অধিক মূল্যে বিক্রয় করছেন।

পাশাপাশি টিএসসি এবং ডিএপি সার কেজিপ্রতি ৬ টাকা থেকে ১৩ টাকা পর্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় করছেন এছাড়াও মেয়াদউত্তীর্ণ বালাইনাশক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাকে সাজিয়ে রেখেছিলেন এসবের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪০ এবং ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা

উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলামসহ আইনশ্রঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।